যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্ধকোটি টাকা ফেরত যাওয়ার আশংকা

যশোর ব্যুরো

ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকায় যশোর জেলার অধিকাংশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয়খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। ৩০ জুনের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা না হলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফেরত যাওয়ার আশংকা রয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয়ে জেলার ৫৬১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ তালিকায় ৬২টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের তালিকায় অন্তত ২৯টি আইটেম রয়েছে। এসব সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ কমিটি না থাকায় ব্যাংক থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার যেসব স্কুলে কমিটি রয়েছে তারাও সোনালী ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে না পেরে ফিরে আসছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোতে খবর নিয়ে জানা গেছে, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সোনালী ব্যাংক বরাবর চেক পাঠানো হলেও শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয় তহবিলে কোন টাকা আসেনি। সূত্র আরও জানায়, যশোর সদর উপজেলার ৫৪টি বিদ্যালয়ের জন্য ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। মনিরামপুর উপজেলার ১৩৫টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। শার্শা উপজেলার ১২টি কমিউনিটি স্কুল ও ৪১টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা। ঝিকরগাছার ৬৩টি বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ১২টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। কেশবপুর উপজেলার ৯টি কমিউনিটি স্কুল ও ৭২টি বিদ্যালয়ের জন্য ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অভয়নগর উপজেলার ৪৭টি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৪টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। বাঘারপাড়া উপজেলার ৩টি কমিউনিটি স্কুল ও ৩২টি বিদ্যালয়কে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং চৌগাছা উপজেলার ৮৩টি বিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ৭ লাখ ১০ হাজার টাকা। এ তালিকায় ১২টি কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয় খাতে সরকার অর্থ বরাদ্দ দিলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তোলন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে তারা শংকিত। অনেকের মতে, ৩০ জুনের আগে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করা না গেলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফেরত যাবে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যশোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল জব্বার জানান, তার দত্তপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও এ খাত থেকে অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। কিন্তু সোনালী ব্যাংকে গিয়ে জেনেছেন শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয় খাতে কোন অর্থ জমা নেই। আবদুল জব্বারের মতো অনেকেই ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে ফিরে আসছেন। এদিকে, রোববার যশোর সদর উপজেলা শিক্ষা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি ক্রয়ে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা কমিটির শীর্ষ কর্মকর্তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বৈঠকে না আসায় বিষয়টির সুরাহা হয়নি।

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকায় অর্থ উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না